দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 04 OCT 2017 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'এক যুগ ধরে বন্ধ 'সুন্দরবন তথ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র'

খুলনা অফিস

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে 'সুন্দরবন তথ্য ও শিক্ষা কেন্দ্রটি। ফলে সুন্দরবন ও সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্য জানতে ব্যর্থ হচ্ছে ভ্রমণপিপাসু শিক্ষার্থী এবং দেশি-বিদেশি পর্যটকরা।

ভ্রমণ পিপাসু শিক্ষার্থী ও দেশি-বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশের গর্ব 'বিশ্ব ঐতিহ্য' সুন্দরবন ও সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে আগাম ধারণা দিতে দেড়যুগ আগে খুলনায় 'সুন্দরবন তথ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র' নামে একটি তথ্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছিল। ২০০১ সালে উদ্বোধনের শুরুতে এখানে দর্শনার্থীদের ভিড় লেগে থাকতো। যার অধিকাংশই ছিল স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এ শিক্ষা কেন্দ্রটি। ফলে বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন ও এ বনের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্য জানতে ব্যর্থ হচ্ছে ভ্রমণ পিপাসু ও কৌতূহলী শিক্ষার্থী এবং দেশি-বিদেশি পর্যটকরা।

সুন্দরবন ভ্রমণে পর্যটকদের উৎসাহিত করতে ২০০১ সালে পাঁচ বছর মেয়াদী 'সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের' মাধ্যমে নগরীর সার্কিট হাউজের পাশে সুন্দরবন বন বিভাগের(পশ্চিম) কার্যালয় সংলগ্ন ভবনে 'সুন্দরবন তথ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র' চালু করা হয়েছিল। এই তথ্য কেন্দ্রে জীববৈচিত্র্যসহ সুন্দরবনের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। তথ্য কেন্দ্রের একটি কক্ষে রাখা ছিল সুন্দরবন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য যা মোটা কাগজে ছাপিয়ে দেয়ালে সেটে দেওয়া ছিল কৌতূহলী দর্শক ও পর্যটকদের সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য। আরেকটি কক্ষে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা দিতে বনজ প্রাণিসহ পাখির অবয়ব ও প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্র অঙ্কিত ছিল। চতুর্থ কক্ষে অ্যাকুরিয়ামে রক্ষিত ছিল ২শতাধিক জলজ প্রাণির ফসিল। বর্তমানে অযত্ন-অবহেলায় এগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক ছবি ও অ্যাকুরিয়াম ফেটে নষ্ট হয়ে গেছে। পঞ্চম কক্ষে সুন্দরবন কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী ও তথ্যবহুল বইপত্র রাখা হয়েছিল বিক্রির জন্য। যা এখন আর নেই। ষষ্ঠ কক্ষে ছিল একটি নৌকার আকৃতি। যেখানে দর্শনার্থীদের বসিয়ে সুন্দরবনে ভ্রমণের আগাম বিনোদনসহ ভিডিও চিত্র দেখানো হতো। এই কক্ষটিতে রঙ-তুলিতে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। এর পাশাপাশি সুন্দরবনের আকর্ষণীয় স্থান কটকা, কচিখালী, করমজল, হিরণপয়েন্ট ও দুবলার চরের চিত্র দেখানো হতো। যা দেখে দর্শনার্থীরা অনেক আনন্দ পেতো।

কিন্তু ২০০৩-২০০৪ সালের দিকে মাঝপথে 'সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে গেলে 'সুন্দরবন তথ্য ও শিক্ষা কেন্দ্রটিও বন্ধ হয়ে যায়। সেই থেকে কেন্দ্রটি বন্ধ রয়েছে। যা চালুর জন্য সুন্দরবন বন বিভাগের পক্ষ থেকে আর কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সুন্দরবন(পশ্চিম) বন বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, সুন্দরবন তথ্য ও শিক্ষা কেন্দ্রটিতে আলাদাভাবে কোনো জনবল নেই। তবে বনবিভাগের অস্থায়ী একজন কর্মচারী দেখাশুনা করেন। সুন্দরবন বন বিভাগের সংরক্ষক(সিএফ) আমীর হোসাইন চৌধুরী বলেন, সুন্দরবন ও সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জানার জন্য মানুষের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। সুন্দরবন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটি তথ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে সুন্দরবন ও এ বনের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে।